প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনাও কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষে বিজ্ঞান সংগঠনগুলির যৌথ সম্মেলন

আগামী ২০ আগষ্ট, ২০১৭, রবিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫.১০ মিনিট পর্যন্ত রবীন্দ্রকক্ষ,চাকদহ পৌরসভা (চাকদহ পৌরসভার পাশের গলি) , নদীয়ায় উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ সমস্ত বিজ্ঞান ও পরিবেশ কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন এই সম্মেলনে । ১ম পর্যায়ে শব্দদূষণ (মাইক, ডি.জে ও শব্দ বাজি দূষণ) নিয়ে আলোচনা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে জলাভূমি,নদী, গাছ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা হবে। এই সম্মেলনে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ, চিকিৎসক ও নাগরিকবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন ।

------ : কেন এই সম্মেলন : -------

মানুষের তৈরি দূষণের ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশ আজ ধ্বংসের মুখে। শিল্প দূষণ ও বর্জ্য ,অরণ্য ধ্বংস ,ফসিল ফুয়েল পোড়ানো,কার্বন এমিশন , গ্রিন হাউস এফেক্ট , এল নিলো , ওজোন স্তর নষ্ট ও বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে পৃথিবী আজ মানুষের বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে উঠেছে । অথচ দূষণকারী রাষ্ট্র ও সংস্থাগুলির ভুমিকা নিন্দনীয় । ট্রাম্পের নেতৃতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্যারিস চুক্তি থেকে বেরিয়ে এসেছে । এই রকম অবস্থায় দাঁড়িয়ে বিশ্বের , দেশের , রাজ্যের ও নিজ নিজ এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশে কীভাবে উন্নতি ঘটানো সম্ভব তার বিশ্লেষণের তাগিদেই এই সম্মেলন ।

শব্দ দূষণ

শব্দ দিয়ে জব্দ করার যে পরিকল্পনা ও ভয়ঙ্কর এই শব্দ দূষণের ফলে বধির হয়ে যাওয়া ও হার্ট অ্যাটাক ও পরে মৃত্যু তা থেকে কীভাবে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব তার অনুসন্ধানও চালাব আমরা । কিছু কিছু জায়গায় আমাদের জয় হয়েছে । তাও বলবেন আন্দোলনকারী বন্ধুগণ । শব্দদূষণ বন্ধ হোক এই আবেদনে সোচ্চার হবেন পরিবেশ ও বিজ্ঞান আন্দোলনের বন্ধুগণ ।

প্রকৃতি ,পরিবেশ ও বনভূমি সংরক্ষণ

বাতাসে যে বিষ আর ভয়ঙ্কর আয়লার মতো ঝড় তাকে প্রতিহত করতে গাছকে রক্ষা করবার যে আন্দোলন তাতে সামিল প্রচুর নুতন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীগণ । উন্নয়নের নামে গাছ কাটা বন্ধ করে পরিবেশ ঠিক রেখে উন্নয়ন যে সম্ভব তা আলোচনার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে । সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভসহ বনভূমি ধ্বংস , রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি ,লাটাগুরি-যশোর রোডে গাছ কাটা প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন আলোচনায় উঠে আসবে ।

জলাভূমি ও নদী-সংরক্ষণ

আমাদের কাছাকাছি নদী যমুনা , মরালী , ইছামতি , চূর্ণি , বুড়িগঙ্গা ,আত্রেয়ী ,মহানন্দা তিস্তা ও তোর্ষা প্রায় মৃত । কীভাবে এইসব নদী গুলোতে আবার জলস্রোত আনা সম্ভব তার আলোচনা হবে এই সম্মেলনে । বিভিন্ন স্থানে যেভাবে জলাভূমি ভরাট করে বড়ো বড়ো অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে এবং জমির চরিত্র পরিবর্তন কিভাবে আটকানো সম্ভব ? জলস্তর নিম্নমুখী ও আর্সেনিকোসিস, ফ্লুরোসিস প্রভৃতির ব্যাধির পরিমাণ বৃদ্ধি রোধের আন্দোলন গড়ে তোলার নিরিখে এই সম্মেলন । ভূস্তর থেকে যথেচ্ছ পরিমাণ জল তুলে বোরো ও অন্যান্য চাষ । এছাড়াও রয়েছে ভাবাদিঘী, পূর্ব কলাকাতার জলাভূমি রক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি ।

আপনারা অবশ্যই এই সম্মেলনে আসুন । যৌথ আন্দোলন সারা রাজ্যে কীভাবে আমরা সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাব তার জন্য সচেষ্ট হবেন বিজ্ঞানকর্মী ও পরিবেশ কর্মীগণ । মানব সভ্যতা রক্ষার তাগিদে এই সম্মেলন সফল করবার আহ্বান জানাই ।

ধন্যবাদসহ -- জয়দেব দে ও বিবর্তন ভট্টাচার্য ,যুগ্ম আহবায়ক, ৩৬টি বিজ্ঞান সংগঠনের পক্ষে

সম্মেলন সূচী

সময়	বিবরণ
সকাল	৯.৩০মি-১০.৩০মি ----নাম নথীভূক্ত করণ ও পরিচয়পর্ব
সকাল	১০.৩০মি. -১১টা ---উদ্বোধনী সংঙ্গীত, স্বাগত ভাষণ, ও খসড়া প্রস্তাব পেশ
	বিজ্ঞানীদের জীবনী নিয়ে 'যেন ভুলে না যাই' শীর্ষক একটি বই প্রকাশ লেখক প্রকাশ দাস বিশ্বাস
সকাল	১১টা - দুপুর ১ টা --আলোচনা-শব্দদূষণ ও প্রশ্নোত্তরপর্ব
দুপুর	১টা -দুপুর ১.৩০মি.--দুপুরের খাবারের জন্য বিরতি
দুপুর	১.৩০মি.--বিকেল ৪টা -আলোচনা-১.জলাভূমি ও নদী সংরক্ষণ ২. প্রকৃতি ,পরিবেশ ও বনভূমি সংরক্ষণ ও প্রশ্নোত্তরপর্ব
বিকেল	৪টা -বিকেল ৫টা -----সম্মেলনে আলোচনার সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী গ্রহণ
বিকেল	৫টা -৫.১০ মিনিট ---ধন্যবাদ জ্ঞাপন

বি.দ্র.সম্মেলনে বিজ্ঞান পত্র-পত্রিকার স্টল থাকবে । বিজ্ঞান সংগঠনগুলির পত্র-পত্রিকা স্টলে রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে

M:9593584149/8336043048/9674995815/9874778216 E.mail:bijnandarbar1980@gmail.com/bibartancbss@gmail.com